W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 30 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 23. 04. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay,' a Bengali daily dated 23.04.2018, the news item is captioned 'গোরু ঢোকায় ছাত্রীকে নগ্ন করে মার'

Superintendent of Police, Jalpaiguri is directed to enquire into the matter and to submit a report by 30th May, 2018.

23/4/2018.

(Naparajit Mukherjee)
Acting Chairperson

(M.S. Dwivedy)
Member

গোরু ঢোকায় ছাত্রীকে নগ্ন করে মার

এই সময়, জলপাইগুড়ি: তার হাত ছেড়ে বেরিয়ে প্রতিবেশীর জমির ধান খেয়ে ফেলেছিল বাছুর। সেই অপরাধে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নগ্ন করে অত্যাচারের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থানার চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের রথের হাট গ্রামের গত ৮ এপ্রিল ঘটনাটি ঘটে। তার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিশোরী। লোকলজ্জায় নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছে সে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল ময়নাগুড়ি থানায়। কিন্তু ১০ দিন পরও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, সক্রিয় ভাবে বিজেপি করেন বলেই তাঁদের বাড়ির মেয়েকে ওই অমানবিকতার শিকার হতে হয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূলও।

জেলার পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত করে যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়, তার জন্য ময়নাগুড়ি থানাকে নির্দেশ দিয়েছি।'

ঘটনার সময় ওই ছাত্রীর বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না। ছোট ভাইকে নিয়ে বাড়িতে একাই ছিল সে। বাড়ির পাশেই মাঠ। সেখান থেকে বাছুর আনতে গিয়েছিল মেয়েটি। তার মা বলেন, 'ফেরার পথে ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে প্রতিবেশী নানু বর্মনের ধানের জমিতে ঢুকে পড়েছিল বাছুরটা। মেয়ে সেটাই ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মেয়েকে বাছুরের রশি দিয়ে বেঁধে বিবস্ত্র করে মারধর করে নানু ও তার পরিবার। লজ্জায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছিল মেয়ে।'

আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে উদ্ধার করেন কিশোরীকে। তার পরিবারের লোকজনকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। উদ্ধারের পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই কিশোরী। তাকে প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতাল ও পরে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিন দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাড়ি ফিরলেও ট্রমা থেকে বের হতে পারেনি সে।

> নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছে মেয়ে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সব সময় একটা আতঙ্ক কাজ করছে ওর মধ্যে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন!
>
> নির্যাতিতা কিশোরীর বাবা

ছাত্রীর বাবা বলেন, 'নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছে মেয়ে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সব সময় একটা আতঙ্ক কাজ করছে ওর মধ্যে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন।'

ঘটনার দিনই অভিযুক্ত নানু বর্মন ও তার পরিবারের ছয় জনের নামে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানিয়েছেন নির্যাতিতার জেঠু। তিনি বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের মেয়ে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রবিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অনেকটাই আশ্বস্ত হয়েছি।'

ঘটনায় অবশ্য রাজনীতির রং লাগতে সময় লাগেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ওই মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনায় শাসকদলের নাম জড়ানোয় রীতিমত অস্বস্তিতে শাসকদলের নেতারা।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা পর্যবেক্ষক দীপ্তিমান সেনগুপ্তর অভিযোগ, 'যে রাজ্যের এখন একমাত্র পরিচিতি ধর্ষণ আর শ্লীলতাহানির আঁতুড়ঘর বলে, সেখানে ওই ধরনের ঘটনায় একদম অবাক হচ্ছি না। তৃণমূল আর যে কত নীচে নামতে পারে, সেটা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। আর পুলিশ তো পোষা গুণ্ডার সমতুল্য। তাই পুলিশ যে কবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তা পুলিশই জানে।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। যারা ঘটনায় জড়িত, তাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা বিজেপির মিথ্যে প্রচার।'